

**১৪ই জুলাই, ১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত  
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।**

১৪ই জুলাই, ১৯৯৯ ইং তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৮তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তা বৃন্দের নামের তালিকা পরিস্কৃতি-ক তে বর্ণিত আছে।

**আলোচনাসূচী-১ঃ**      ৬৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

সভার শুরুতে সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ৬৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণের জন্য সভায় তা উপস্থাপন করেন। ৬৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন মন্তব্য আছে কিনা নির্বাহী পরিচালক সে বিষয়ে সভার সকল সদস্যদের দ্রষ্টি আকর্ষণ করেন। ৬৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর বোর্ড সদস্যদের কোন মন্তব্য না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

**আলোচনাসূচী-২ঃ**      জেএমবিএ'র ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট (এমসি)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি সংশোধন (3rd Amendment) প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট (Sir William Halcrow /Pricewater House/Engineering & Planning Consultants/Rahman Rahman Haq) এর চুক্তির তৃতীয় সংশোধনী প্রস্তাব নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সেতু কর্তৃপক্ষ এবং ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট (এমসি) এর মধ্যে চুক্তির ২য় সংশোধনী স্বাক্ষরিত হয়েছিল মার্চ/৯৮ ইং মাসে। সেতুর নির্মাণকাজ 'জুন' ১৯৯৮ তে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন কন্ট্রাক্টের কাজ শেষ হলেও ঠিকাদারদের বেশ কিছু দাবী অনিষ্পত্তি অবস্থায় রয়েছে। ঠিকাদারগণ কর্তৃক উত্থাপিত Claim/Dispute সমূহ নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় কর্মসূচি এবং Facilitator দ্বারা বর্তমানে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট বিশেষ সহায়তা প্রদান করছে। ঠিকাদারদের চূড়ান্ত সার্টিফিকেট পরীক্ষা করা, দাতা সংস্থাসমূহের Loan utilization চূড়ান্ত করা ইত্যাদি কাজের জন্যও এমসি'র সার্ভিস প্রয়োজন। এ বিষয় সমূহ বিবেচনা করে এমসি'র সার্ভিস ৪(চার) মাস বৃদ্ধি করা অপরিহার্য বলে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন।

২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক প্রস্তাবিত তৃতীয় সংশোধনী চুক্তিতে তিনজন expatriate এর জন্য ৭(সাত) জনমাস এবং একজন local consultant এর জন্য ৬(ছয়) জনমাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবিত বৰ্ধিত জনমাসের রেইটের কোন পরিবর্তন করা হয়নি। বরং reimbursable expenditure এর কিছু কিছু আইটেমের হার কমানো হয়েছে। ইতিপূর্বে সম্পাদিত চুক্তিতে foreign currency এবং local currency এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫,৭০,৪২৯.৫২ পাউন্ড ষ্টার্লিং এবং ৮,৭৫,১৭,৩০৪.৬৫ টাকা। তৃতীয় সংশোধনী চুক্তিতে এর পরিমাণ প্রস্তাব করা হচ্ছে যথাক্রমে ২৭,২৪,৪৮৬.৬৯ পাউন্ড ষ্টার্লিং এবং ৮,৯৯,৪৮,৮০৪.৪০ টাকাসহ মোট ৩০,২৭,৭৫,৩৫১.৫৭ টাকা (এক পাউন্ড ষ্টার্লিং=১৮.১১৬২ টাকা) অর্থাৎ বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫.৯৯% এবং ২.৭৮%। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত ব্যয়ের অর্থ দাতা সংস্থাসমূহের প্রদত্ত খণ্ডের অর্থ থেকে মিটানো হবে এবং উল্লেখিত ব্যয়ের সাথে প্রাইস কন্টিনজেন্সি বাবদ ২.৩২ কোটি টাকাসহ মোট ৩২,৫৯,৭৫,৩৫১.৫৭ টাকা সংশোধিত পিপি-তে সংস্থান রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/গ্রহণ করা হবে বলে নির্বাহী পরিচালক জানান।

২০০

৩। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং উপস্থিত কোন কোন প্রতিনিধি ৪(চার) মাস পর চুক্তির মেয়াদ পুনরায় যেন বৃদ্ধি করতে না হয় সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য মত প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, এ মুহর্তে এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে প্রস্তাবিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে এবং চুক্তি পুনরায় সংশোধন না করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকবে।

৪। আলোচনাত্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :  
**সিদ্ধান্ত :**

- (ক) যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ এবং ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট (এমসি) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি ৩১শে অক্টোবর, ১৯ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ এবং উক্ত চুক্তিতে ৩(তিনি) জন expatriate এর জন্য ৭(সাত) জনমাস ও একজন local consultant এর জন্য ৬(ছয়) জনমাস বর্ধিতকরণ বাবদ ২৭,২৪,৪৮৬.৬৯ (সাতাশ লক্ষ চারিশ হাজার চারশত ছিয়াশি দশমিক ছয় নয়) পাউন্ড স্টার্লিং এবং ৮,৯৯,৪৮,৮০৪.৪০ (আট কোটি নিরানবই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত চার টাকা চল্লিশ পয়সা) টাকাসহ মোট ৩০,২৭,৭৫,৩৫১.৫৭ (ব্রিশ কোটি সাতাশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিনশত একান্ন টাকা সাতান্ন পয়সা) টাকা (এক পাউন্ড স্টার্লিং=৭৮.১১৬২ টাকা) ব্যয় সম্বলিত তৃতীয় সংশোধনী সভায় অনুমোদিত হয় এবং
- (খ) পরবর্তীতে সংশোধিত পিপিটে ২.৩২ কোটি টাকার প্রাইস কন্টিনজেন্সি সহ মোট ৩২,৫৯,৭৫,৩৫১.৫৭ (ব্রিশ কোটি উনষাট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিনশত একান্ন টাকা সাতান্ন পয়সা) টাকার সংস্থান রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**আলোচনাসূচী-৩ :** গ্যাস পাইপ লাইন পুনঃস্থাপনের সুপারভিশন বাবদ ব্যয় পরিশোধ প্রসঙ্গে।

বঙবন্ধু সেতুতে গ্যাস পাইপলাইন পুনঃস্থাপনে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের উপদেষ্টা (RPT-NEDECO-BCL) প্রতিষ্ঠানের ডিজাইন পরীক্ষা ও কাজ সুপারভিশন বাবদ ব্যয়ের অর্থ পরিশোধের প্রসঙ্গটি তুলে ধরে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনে উক্ত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস এবং দৈনিক সুপারভিশন সার্ভিস প্রদান বাবদ তাদের নির্ধারিত অর্থ চুক্তি অনুসারে ইতিপূর্বে সেতু কর্তৃপক্ষের তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়েছে যা পেট্রোবাংলা থেকে পূর্ণরূপযোগ্য। গত ১১.০৬.১৯৮ ইং তারিখে গ্যাস পাইপলাইন আকস্মিক দূর্ঘটনা কবলিত হলে ঠিকাদার নিজ ব্যয়ে গ্যাস পাইপলাইন পুনঃস্থাপন কাজ সম্পন্ন করে। এই পুনঃস্থাপনের ডিজাইন পরীক্ষা ও অনুমোদন এবং পুনঃস্থাপনের কাজ সুপারভিশন বাবদ মোট ৩,৯৬,৬৩১.৬২ পাউন্ড স্টার্লিং, ২৩৮৮.১০ ডাচ গিন্ডার এবং ১৯,৬১,৩৮২.৬৬ টাকা পরিশোধের জন্য উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান (সিএসসি) সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানায়। এ প্রসঙ্গে পেট্রোবাংলা ইতিপূর্বে জানিয়েছে যে তারা পুনঃস্থাপন কাজে কোন অতিরিক্ত ব্যয় বহন করবে না। চুক্তি অনুযায়ী পুনঃস্থাপনের ব্যয় ঠিকাদার বা insurer নিকট থেকে আদায় করার প্রচেষ্টা নিতে হবে। এই সকল দিক বিবেচনা করেই সিএসসি'র দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করা হয়নি বলে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন।

২। নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, গ্যাস পাইপলাইন পুনঃস্থাপনের ফলে যে ক্ষতি বা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে তার একটি প্রাকলন প্রস্তুত করতঃ ঠিকাদারের বিল (আইপিসি) থেকে কর্তনের জন্য সিএসসি-কে অনুরোধ জানালে চুক্তি অনুযায়ী আইপিসি থেকে কর্তন সম্ভব নয় বলে তারা জানায়। তারা আরো জানায় যে, বাংলাদেশের চুক্তি আইনে সেতু কর্তৃপক্ষ উক্ত ক্ষতির অর্থ আইপিসি থেকে সরাসরি কর্তন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সিএসসি-এর আইন উপদেষ্টাও একই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু সেতু কর্তৃপক্ষের আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের মত চাওয়া হলে তিনি বাংলাদেশের চুক্তি আইনে একুপ কর্তনের কোন অধিকার রাখা হয়নি বলে জানিয়েছেন। তাঁর মতে

কোর্টের মাধ্যমে এ দাবী আদায় করা যায়। বিষয়টি পরবর্তীতে উভয় আইন উপদেষ্টার সাথে সরাসরি আলোচনা করে চুক্তিপূর্ণ মনে হওয়ায় আইপিসি থেকে এ কাজের জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্তন করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। তাই ঠিকাদারকে আইপিসি কর্তন ছাড়াই পরিশোধ করা হয়।

৩। নির্বাহী পরিচালক আরোও উল্লেখ করেন যে, ইতিপূর্বে সিএসসি গ্যাস পাইপলাইন দৃঢ়টনা বাবদ ক্ষতির দায় দায়িত্ব চুক্তির ৩.৪(এ) ধারা অনুযায়ী ঠিকাদারের এবং এতে তাদের (সিএসসি) কোন দায় দায়িত্ব নেই বলে জানিয়েছে। তাছাড়া দাবীকৃত উক্ত অর্থ পরিশোধ না করায় তাদের কার্যক্রম স্থগিত রাখবে বলেও জানিয়েছে। আগামী ৩১শে জুলাই-এর মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাগিদ দিয়েছে। সিএসসি কর্তৃক কার্যক্রম স্থগিত থাকলে প্রকল্পে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে এবং এতে ঠিকাদাররা নতুন নতুন দাবী উত্থাপন করতে পারে। এমতাবস্থায় নির্বাহী পরিচালক সিএসসি'র দাবী পরিশোধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর জোর দেন। তিনি জানান আপাততঃ দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করে পাইপলাইন পুনঃস্থাপন সংক্রান্ত সকল ক্ষতি আইন উপদেষ্টার মতামত নিয়ে চুক্তি অনুযায়ী সিএসসি অথবা সিএসসি'র insurer অথবা ঠিকাদার অথবা ঠিকাদারের insurer নিকট হতে আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন।

৪। বিষয়টি নিয়ে আলোচনাকালে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ গ্যাস পাইপলাইন দৃঢ়টনার জন্য ঠিকাদার দায়ী হওয়ায় পুনঃস্থাপনে সুপারভিশন বাবদ ব্যয়িত অর্থ ঠিকাদারের বহন করা উচিত এবং নির্মাণ তদারকী উপদেষ্টারও কিছু দায় দায়িত্ব থাকা উচিত নতুন তাদের তদারকীর কি যুক্তিকৃত থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেন। প্রতিনিধিবর্গের অনেকেই চুক্তির ধারাসমূহ ভালভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন বলেও সভায় উল্লেখ করেন। বর্তমানে এ কাজে সিএসসি'র দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করা হলে পরবর্তীতে তা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে আদায়ের নিশ্চয়তা কি, তাও কোন প্রতিনিধি জানতে চান। বিষয়টি নিয়ে সভায় মতান্বেক্য দেখা দেওয়ায় সেনাবাহিনীর চীফ অব্ জেনারেল ষ্টাফ মেজর জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরী এর সকল আইনগত দিক পুনরায় পুজ্জানুপুজ্জভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ের সাথে পিওই-এর সদস্য ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী একমত পোষণ করেন এবং প্রয়োজনে পরবর্তীতে একটি জরুরী সভা আহবান করে বিষয়টি নিষ্পত্তির ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন।

৫। আলোচনাত্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

#### সিদ্ধান্তঃ

বঙ্গবন্ধু সেতুতে গ্যাস পাইপলাইন পুনঃস্থাপনে নির্মাণ তদারকী উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান (সিএসসি)-এর সুপারভিশন বাবদ দাবীকৃত অর্থ পরিশোধের বিষয়টি চুক্তি এবং আইনগত আলোকে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনে একটি বিশেষ সভা আহবানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনাসূচী-৪ঃ

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ১ নং চুক্তির ঠিকাদার কর্তৃক প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর বিষয়টি অতীব গোপনীয় বিধায় এর কার্যবিবরণী পৃথকভাবে প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক বিষয়টি সভায় উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর বিষয়টি অতীব

## আলোচ্যসূচী-বিবিধ-২ঃ

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের Claim/Dispute সমূহ নিম্পত্তির লক্ষ্যে  
আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির আহ্বায়কের সম্মানী ভাতা প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ৪টি নির্মাণ ঠিকাদার কর্তৃক পেশকৃত ৬৩৩ কোটি টাকার Claim/Dispute সমূহ নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নিম্পত্তি কলে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির আহ্বায়কের সম্মানী ভাতা প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বোর্ডের ৬৭তম সভায় তাঁকে মাসিক ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং প্রতি বৈঠকের জন্য ১৫০০/- (পনেরশত) টাকা সম্মানী ভাতা হিসাবে প্রদানের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জনাব মোঃ ওমর হাদী মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী বরাবরে একটি দরখাস্ত দাখিল করে উক্ত সম্মানী পুনঃবিবেচনা করার জন্য আবেদন করেন। দরখাস্তে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির আহ্বায়ক উল্লেখ করেন যে, এই কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সূচারভাবে সম্পাদন করা খুবই দুরহ এবং ঝুকিপূর্ণ বটে। ঠিকাদারদের অতিরিক্ত দাবী এবং এর সাথে অন্যান্য বিদেশী কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রণীত দলিলাদির ভিত্তিতে অতিরিক্ত দাবীর বিপরীতে অত্র কর্তৃপক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে কমিটির আহ্বায়কসহ সকল সদস্যকে যথেষ্ট শ্রম ও প্রজ্ঞা ব্যয় করতে হয়। তিনি তাঁর দাবীর স্বপক্ষে আরও উল্লেখ করেছেন যে, কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব ও কর্তব্য Joint Facilitator-দের থেকে কোন অংশে কম নয়। কাজেই যেখানে Joint Facilitator-দের সম্মানী কন্ট্রাক্ট-২ এর বেলায় অন্যান্য সুবিধাসহ ২,২০০.০০ পাউন্ড স্টার্লিং (প্রতি কর্মদিবসের জন্য) এবং কন্ট্রাক্ট-১ এর জন্য অন্যান্য সুবিধাসহ ৮৩০ পাউন্ড স্টার্লিং (প্রতি কর্মদিবসের জন্য) সেখানে কমিটির আহ্বায়কের জন্য নির্ধারিত মাসিক ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা খুবই নগণ্য।

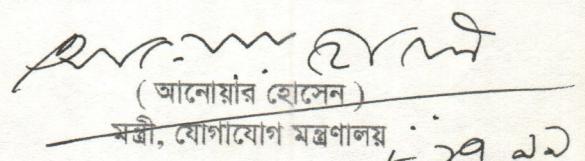
২। নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়িত বাংলাদেশ Export Diversification Project-এর অনুমোদিত TAPP-তে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের জন্য ফি নির্ধারিত হয়েছে মাসিক ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ। ৬৭তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোঃ ওমর হাদীর মাসিক সম্মানীর হার পুনঃবিবেচনা করে প্রতিমাসে ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ নির্ধারণের জন্য নির্বাহী পরিচালক প্রস্তাব করেন।

৩। উপরোক্ত প্রস্তাবটির উপর সভায় আলোচনা করে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে, সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত Export Diversification Project-এর অনুমোদিত TAPP-এর অনুরূপ ৩,০০০.০০ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকায় জনাব মোঃ ওমর হাদীকে সম্মানী ভাতা হিসাবে দেয়া যেতে পারে।

৪। আলোচনাতে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :  
**সিদ্ধান্ত :**

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের Claim/Dispute সমূহ নিম্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোঃ ওমর হাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর সম্মানী পুনঃবিবেচনা করতঃ প্রতিমাসে ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) মার্কিন ডলার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে মার্কিন ডলারের পরিবর্তে চলতি বাজার দরে বাংলাদেশী টাকায় উহা পরিশোধ করা হবে।

পরিশেষে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
( আলোয়ার হোসেন )  
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়  
৬.২৭.১১  
ও  
চেয়ারম্যান  
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

প্রারম্ভিক-ক

১৪ই জুলাই, ১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের  
৬৮তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা।

<u>ক্রমিক নং</u>	<u>নাম ও পদবী</u>	<u>মন্ত্রণালয়/সংস্থা</u>
১।	ডঃ এ, কে, আবদুল মুবিন সচিব	যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা।
২।	জনাব জি, এম, মন্ত্রী ভারপ্রাপ্ত সচিব	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩।	মেজর জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরী চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ	সেনা সদর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ঢাকা।
৪।	জনাব হারীব আবু ইব্রাহিম মুগ্গি-সচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫।	জনাব মাহবুব-উল-আলম খান মুগ্গি-সচিব	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬।	জনাব মিজানুর রহমান মুগ্গি-সচিব	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭।	জনাব মোঃ আবুল কাসেম মুগ্গি সচিব	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮।	জনাব এম, এ, গনি মুগ্গি সচিব	ভূগি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯।	জনাব এ, এস, এম, মঞ্জুর প্রকল্প পরিচালক	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১০।	অধ্যাপক মোঃ শাহজাহান পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১১।	ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১২।	ডঃ আইনুল নিশাত পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৩।	ডঃ এম, ফিরোজ আহমেদ পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।